শারিয়ার রজম্!

(আমার জীবন তোমার হাতের খেলার পুতুল নয়)।

আদালতঃ- ইসলামি শারিয়া।
আইনঃ - শারিয়া- হুদুদ অংশ।
অপরাধঃ- বিবাহিত/তা-দের দৈহিক পরকীয়া।
অপরাধের প্রমাণঃ- স্বীকারোক্তি বা চার জন বয়স্ক পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য।
চাক্ষুষের বদলে পারিপার্শিক প্রমাণঃ- উল্লেখ নেই। গ্রহনযোগ্য হবার কথা নয়।
শাস্তিঃ- জনসমক্ষে মুষ্ঠি-সমান প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু। মহিলা-আসামীর ক্ষেত্রে মাথা থেকে কোমর পর্য্যন্ত ঢেকে কোমর পর্য্যন্ত মাটির নীচে প্রোথিত অবস্থায় প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু (ছবি দ্রষ্টব্য)।

স্বপ্ন? না, স্বপ্ন নয়। দুঃস্বপ্ন? না, তা-ও নয়। স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন হলে ঘুম ভেঙ্গে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যেত। এ এক কালরাত্রির ভয়ংকর সুনিবিড় তামস। আট-দশ ঘন্টায় নয় এ রাতের অন্ধকার, শতাব্দী লেগে যায় এই সাংস্কৃতিক বিভাবরী কাটতে। হাজার বছর আগের অসভ্য মানব-সমাজও নয় এটা, শারিয়ার নিদারুন বাস্তব আজ এখন, এই পৃথিবীতে। আরো একবার ব্যাপারটার সিদ্ধান্ত হবে নাইজিরিয়ার সুপ্রীম কোর্টে, আগামী ২৭শে আগষ্ট ২০০৩ তারিখে। নীচের আর মাঝের কোর্টের মৃত্যুদন্ড বহাল থাকলে আমিনা লাওয়াল কুরামীর মাথার ওপর থেকে কোমর পর্য্যন্ত বস্তা ঢুকিয়ে দেয়া হবে পর্দার সম্মান রাখার জন্য। তারপর তাকে পাথর মেরে মেরে মৃত্যদন্ড কার্য্যকর করা হবে মাটিতে কোমর পর্য্যন্ত পুঁতে, ওই ছবির মত। বস্তার ভেতর থেকে তার মরে যাওয়া হাতের ফ্যাকাসে আঙ্গুল দেখা যাবে, ওই ছবির মত। তার বাচ্চা শিশুটা বুঝতেও পারবে না কোত্থেকে কি হল, তার মা গেল কোথায়।

রজম। প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড। আল্লার আইন।

না, আমি এ কথা আমি বলছিনা যে মুসলমান সমাজে পরকীয়া কোন অপরাধ হতে পারে না। আমি এ প্রশ্নও তুলব না যে এ অপরাধটা তাৎক্ষণিক ভুলেও হতে পারে, তাৎক্ষণিক একটা ভুলের জন্য শারিয়ায় অনুতাপ-অনুশোচনা তওবার ব্যবস্থা নেই কেন। যে সিরিয়াল কিলার অনেক ধুর্ততার সাথে ঠান্ডা মাথায় অনেক ভেবে চিন্তে খুনের পর খুন করে শেষে ধরা পড়ে মৃত্যুদন্ড পায়, তার সমান শাস্তি কেন পাবে ষড়রিপুর ভ্রান্তিময় মানুষ আবেগের মুহুর্তে ক্ষণিকের একটা ভুলে। আমি এ কথাও তুলব না যে মানসিক আর শারীরিক আবেগের মৌলিক চাহিদার কারণে যে একাত্মবোধের তাগাদা, তার জন্য জেল-জরিমানা-বেত্রাঘাত না রেখে একেবারে চরম শাস্তি মৃত্যুদন্ড কেন। আমি এ প্রশ্নও করব না যে, অপরাধীর শাস্তি জনতার সামনে কেন, ওতে মানুষের, বিশেষতঃ বাচ্চাদের মানসিক ক্ষতি হতে পারে। আমি এ-ও বলব না যে, এমন শাস্তি অতীতে যখন হয়েছে হয়েছে, এখন মৃত্যুদন্ডের অনেক মানবিক পদ্ধতি আছে, প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড এখন বর্বরতার পর্যায়ে পড়ে। আর সবশেষে, আমি এ-ও বলব না যে, আদালতে আমিনা শপথ করে বাচ্চার বাপের নাম বলার পরেও চারজন মুসলমান বয়স্কদের চাক্ষুষ সাক্ষ্যের অভাবে কেন সে শাস্তি পেল না, কেন কোনদিনই ডি-এন-এ পরীক্ষা যোগ করে বাচ্চার পিতৃত্ব প্রমাণ করা যাবে না হুদুদ আইনে।

কেন বলব না? বলব না কারণ শত মুসলিম দার্শনিক ও চিন্তাবিদেরা লক্ষবার বলেছেন যে মাছিমারা কেরাণীর মত অতীতের ফটোকপি না হয়েও কোরাণ-সুন্নতের অনুসারী পাক্কা মুসলমান থাকা যায়। এবং সেটাই উন্নতির পথ। কিভাবে থাকা যায় তা-ও তারা বলেছেন পই পই করে। কাজ হয়নি, হবেও না। কারণ, জাতের নাম মুসলমান, যার মধ্যে আমিও পড়ি। আমি শুধু একটা সুগভীর ধ্বনির প্রতিধ্বনি করে যাব মাত্র। সেটা হল, শারিয়ার কিছু গুরত্বপুর্ণ আইনের মত রজমও কোরাণের মারাত্মক খেলাফ।

কোথায় লেখা আছে আল্লার এই দুর্ধর্ষ আইনটা? শারিয়ায় লেখা আছে। কোত্থেকে নেয়া হয়েছে? কোরাণ থেকে? রসুলের হাদিস থেকে? একটু নাহয় খুঁজেই দেখা যাক। তাস-আড্ডা-সিনেমায়-দাওয়াতে-বিচিত্রানুষ্ঠানে কতই তো সময় নষ্ট হয়, আবারও নাহয় একটু হল। সবকিছু দেখার পর নাহয় আর কিছু ভালো লাগবে না আমাদের, জ্বলন্ত সিগ্রেট হাতে খোলা আকাশের নীচে আকাশের তারা গুনব আমরা। আর ভাবব, স্রষ্টার নামে আর কত মুল্য দেবে সাধারণ মানুষ। ভাবব, কবে আসবেন সেই অনাগত মহামানব, হিমালয় হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন রজমের সামনে, তর্জনী তুলে বলবেন,- আমার জীবন তোমার হাতের খেলার পুতুল নয়।

কোরাণে অবৈধ সংসর্গের কথা আছে বেশ কিছু জায়গায়, কিন্তু তার শাস্তির কথা সুস্পষ্ট বলা আছে মাত্র তিন জায়গায়।

সুরা নিসা, আয়াত ১৫:-''আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ব্যাভিচারিণী তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারি জন পুরুষকে সাক্ষী হিসাবে তলব কর। অতঃপর তাহারা যদি সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদিগকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্য্যন্ত মৃত্যু তাহাদিগকে তুলিয়া না নেয় অথবা আল্লাহ তাহাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন''।

তাহলে মেয়েদের জন্য শাস্তিটা হল আমৃত্যু গৃহবন্দিনী, অথবা আল্লাহ অন্য কোন উপায় করে দেবেন। বাক্যটার ভাব আগাগোড়া এমন যে এই অন্য শাস্তিটা গৃহবন্দীর চেয়ে ভালো কিছু। ওটা পড়ে কেউ বলতে পারবে না যে এই অন্য উপায়টা সর্বক্ষেত্রেই মৃত্যুদন্ড। কেউ যদি বলেও, তবে প্রশ্ন হল, সে কিভাবে জানছে আল্লাহ সেই বিশেষ ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড দিচ্ছেন। তা ছাড়া এই অন্য উপায়টা একেক ক্ষেত্রে একেক রকম হবে বলে মনে হয়, যদিও প্রমাণ করা যায় না।

সুরা নূর, আয়াত ২:-''ব্যাভিচারিণী নারী ব্যাভিচারী পুরুষ। তাহাদের প্রত্যেককে একশ' করিয়া বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ'র বিধান কার্য্যকর করণেতাহাদের প্রতি যেন তোমাদের

মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ'র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হইয়া থাক''।

ব্যাভিচারের জন্য জনসমক্ষে একশ' করে বেত্রাঘাত, যদি আল্লাহ আর কেয়ামতে বিশ্বাস থাকে। অর্থাৎ অবৈধ সংসর্গের শাস্তি হিসেবে এই একশ' বেত্রাঘাত না করলে আল্লাহ আর কেয়ামতে বিশ্বাস থাকছে না। আমার কথা নয়, কোরাণের ভাষায়। যে যতবড় অপরাধই করুক, অতবড় কথা আমি বলতে পারি না।

আমি পারি না, কিন্তু শারিয়া পারে। শারিয়ার সব বইতেই এটা পাবেন, দু'টো প্রধান সুত্রের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট হওয়া উচিত। আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে অনেক লোকের অনেক মতামত থাকলেও আদালতের শারিয়াই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রন করে।

১। হানাফি মাজহাবের সর্বপ্রধান শারিয়া বই হেদায়া থেকে :- ''কোন বিবাহিত/তা অবৈধ সংসর্গের জন্য শাস্তিযোগ্য হইলে তাহাকে রজম-দন্ড দেওয়া হইবে, অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু''।

২। হুদুদ ল' অফ পাকিস্তান, অর্ডিন্যান্স ৭-১৯৭৯, অর্ডিন্যান্স ২০-১৯৮০ দ্বারা পরিবর্তিত, আইন নম্বর ৫ (২) এর A ঃ- ''এই অর্ডিন্যান্সের হুদুদ আইনে জ্বিনার অপরাধী যদি মুহসান (বিবাহিত/তা) হয় তবে জনসমক্ষে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড হইবে''।

কোরাণে যে কোন অবেধ সম্পর্কের জন্য ''গৃহবন্দিনী'', ''অন্য কোন উপায়'' আর ''বেত্রাঘাতের'' এমন স্পষ্ট বক্তব্যকে বরবাদ করে দিয়ে শারিয়ায় মৃত্যুদন্ড কোত্থেকে এল? এল সহি হাদিস থেকে। এটা আছে হাফেজ মহাম্মদ আবদুল জলিল সম্পাদিত বাংলায় বোখারি শরীফের হাদিস নম্বর ১২৩৪ থেকে ১২৪৯ পর্য্যন্ত, দু'একটা বাদ দিয়ে। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসিন খানেও পাবেন, মওলানা আজিজুল হক সাহেবের বইতেও ২৬৮ নম্বর হাদিসে এটা পেতে পারেন। আর আছে মিশকাতের ২৬ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে। উদ্ধৃতি দিলে লম্বা হয়ে যাবে, শুধু এটুকু বলছি যে এসব হাদিসে বলা আছে, নবীজী বিবাহিত/তা-দের রজম আর অবিবাহিত/তে-দের একশ' চাবুক আর এক বছরের নির্বাসন দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কোরাণে-হাদিসে বিরোধ হল।

এক মিনিট!

সত্যি সত্যিই বিরোধ হল কি? না-ও তো হতে পারে! ওই হাদিসটা জয়ীফ বা ''দুর্বলতম'' ধরণের হাদিস-ও হতে পারে! (আসলেই নাকি উসুল-আল-সাসি কেতাবে ওটাকে ''দুর্বলতম'' বলা আছে খবর-ই-ওয়াহিদ ভিত্তিতে। কিন্তু বোখারি অনুযায়ী ওটা খবর-ই ওয়াহিদ নয় মোটেই)। আজকাল তো সহি হাদিসের নানা রকম ''কিঞ্চিৎ অসুবিধেজনক'' দলিলের পাল্লায় পড়ে (যেমন বাঁদরের অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক বা হজরৎ মূসা'র নগ্ন হয়ে জনাকীর্ণ রাস্তায় দৌড়ানো, নবীজীর অভিশাপ দেয়া ইতাদি) হাদিসের প্রতি বিশ্বাস অনেকেরই উঠে গেছে, ''অনলি কোরাণ'' খুব শোনা যাচ্ছে। কিন্তু নবীজী তো অনলি কোরাণ বলেন নি, বলেছেন কোরাণ-সুন্নত (বা কোরাণ-আহলে বায়েত - গাদীরে খুম মাঠের বক্তৃতায়) ধরে রাখতে। (''কোরাণ-সুন্নত'' ধরে রাখার হাদিস কোথায় আছে প্লিজ দেখিয়ে দিন)। তা ছাড়া অনলি কোরাণ দিয়ে ইবাদত-আরাধনার রসম সহ অনেক কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। সহি হাদিসগুলো শুধু মুসলমানের নয়, সমস্ত মানবসভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দলিল, ওটা পুরো বাদ দেয়ার চেয়ে চা'লের মধ্যে থেকে কাঁকরগুলো বেছে নেয়াই উত্তম।

যাহোক, প্রথম কথাই হচ্ছে, সর্বত্র মওলানারা বলে থাকেন নজ্‌রে-ইয়ানে ফেল মারলে হাদিস বাদ, কিংবা হাদিসে-কোরাণে বিরোধ হলেও হাদিস বাদ। কিন্তু কাজের বেলায় তাঁরা বড়ই উল্টো মারেন। এ ক্ষেত্রে কোরাণ-হাদিসের বিরোধে খোদ কোরাণটাই বাদ হয়ে

গেছে। দ্বিতীয়তঃ, হাদিসের ঘটনাগুলো কোরাণের আয়াত নাজিল হবার আগে এসেছিল কি? খুঁজেছি অনেক, জবাব আছে ১২৪২ নম্বর হাদিসে, হজরত সোলায়মান সায়বানী (রাঃ) থেকেঃ- ''আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)কে রজম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,- নবী করিম (দঃ) রজম করিয়াছেন। সুরায়ে নূর নাজেল হওয়ার পূর্বে না পরে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলিলেন,- আমি তাহা অবগত নই''।

নবীজী কোরাণকে লংঘন করেছেন, এ কথা বলা অসম্ভব। তাই স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় যে নবীজী রজম করলে এসব আয়াত নাজিল হবার আগেই করেছিলেন, পরে নয়। পরে করেছিলেন তার কোনই প্রমাণ কেউ দেখালে বড়ই বাধিত হব। অর্থাৎ ব্যাপারটা একটু যেন কেঁচে আছে। কিন্তু এই কাঁচা কাঁঠালকে কিলিয়ে পাকা করেছে হজরত ওমরের নামে আরো একটা মহা-শক্তিশালী হাদিস, যাতে ''কেউ ভবিষ্যতে কেউ গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট না হয়''। নম্বর ১২৪৯:- ''আল্লাহতালা যাহা নাজেল করিয়াছেন তাহার মধ্যে রজমের আয়াতও রহিয়াছে..... রসুলুল্লাহ (দঃ) রজম করিয়াছেন তাই আমরাও তাঁহার পরে রজম করিয়াছি..... । ১২৪৩-এর ফুটনোটে আছে, ''রজমের আয়াত পাঠ মনসুখ হইয়া গিয়াছে কিন্তু হুকুম ও বিধান চালু রহিয়াছে''।

এটা কেমন হল? আয়াতটা কোন সুরাতেই বা ছিল আর গেলই বা কোথায়? এমনিতে সুরা নাহ্‌ল-এর আয়াত ১০১, সুরা বাকারা-১০৬-তে আছে যে আল্লাহ এক আয়াতের বাতিল করে আরও ভালো আয়াত আনেন। শবে কদরের দিনক্ষণের আয়াতটার কথা মনে পড়ছে, আর জিহাদে শহীদদের ওপর নাজিল হওয়া আয়াতটারও বাতিল হবার ঘটনা দলিলে ধরা আছে, পুরো আয়াত সহ (কুনুতে নাজেলা)। কাজেই মৃত্যুদন্ডের কোন আয়াত আগে এসে থাকলেও ওপরে দেখানো আয়াতগুলো নিশ্চয়ই সেটাকে বাতিল করেছে! রজমের আয়াত পাঠ মনসুখ হইয়া গিয়াছে, আয়াতটাও বাতিল হইয়া উধাও হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার শাস্তি চালু রহিয়াছে? এ তো বড় রঙ্গ যাদু!-(কবিগুরু)।

কিন্তু তাহলে মৃত্যুদন্ডের এই প্রকান্ড অশ্বডিম্বটা এখনকার শারিয়ায় এল আর কোত্থেকে? এল বাইবেলের আইন ডিউটেরোনমির ২২ থেকে, ভার্স (আয়াত?) ১৩, ১৪, ২০, ২১, ২২, ২৩, আর ২৪ থেকে। '' যদি কাহাকে অন্য লোকের স্ত্রীর সহিত বিছানায় দেখা যায় তবে তাহাদিগকে মরিতে হইবে.....তখন তোমরা উহাদিগকে নগরের ফটকে লইয়া আসিবে এবং পাথর দ্বারা আঘাত করিবে যাহাতে তাহারা মরিয়া যায় ..... ''।

হল? এই হল শারিয়ার কেচ্ছা-কিত্তন। শারিয়া শুধু কোরাণ-হাদিস-ইজমা-কেয়াস থেকেই আসে নি, ওগুলোর সাথে আছে রা'জী, ইসতিহসান, ইস্তিসলাহ্ বা মাসলাহা, ইস্তিসহাব, দারুরা, উর্‌ফ্ আরও কত কি। আর সেই সাথে অদৃশ্য ভাবে থাকবার কথা তখনকার রাজক্ষমতার রক্তচক্ষু। এবারে আমরা যাব সেই বিখ্যাত হাদিসে, যেটাকে এই আইনের ভিত্তি ধরা যেতে পারে। এ ভিত্তিতেও সিমেন্টের চেয়ে বালু বেশী। সহি বোখারি হাদিস -১২৩৭, ১২৩৮, ১২৩৯, এবং মিশকাত - ২৬ এর ১ - (''মুসলিম জুরিস্প্রুডেন্স অ্যান্ড দি কোরাণিক ল' অফ ক্রাইম্‌স্''- থেকে) হাদিস থেকে আমরা দেখিঃ-

১। মায়াজ নামের সাহাবি নবীজীকে বলল তাকে পবিত্র করতে।
২। নবীজী তাকে হাঁকিয়ে দিলেন এই বলে - দুর হও, অনুতাপ কর ও ক্ষমা চাও।
৩। মায়াজ ফিরে গিয়ে আবার ফিরে এসে একই কথা বলল। নবীজী একই কথা বললেন।
৪। তিনবার এটা ঘটার পর নবীজী বললেন - ব্যাপার কি। মায়াজ বলল সে ব্যাভিচার করেছে।
৫। তারপর নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, মায়াজ কি পাগল? নেশা করেছে? লোকেরা বলল, না।
৬। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন - মায়াজ কি বিবাহিত? লোকেরা বলল - হ্যাঁ।
৭। তখন নবীজী তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে নির্দেশ দিলেন।

অর্থাৎ স্পষ্টই নবীজী তাকে অনুতাপ-ক্ষমার দিকে ঠেলেছেন অন্ততঃ তিনবার, শাস্তি এড়িয়ে যাবার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন, শেষে একান্ত বাধ্য হয়েই রজম ঘোষনা করেছেন। শারিয়ার আইন কি ক্ষমা-অনুতাপের, শাস্তি এড়িয়ে যাবার এ সুন্নত মেনেছে? পাগল না মাথা খারাপ!

এর পরেই আছে সেই অস্পষ্ট সংগীত, সেই কাব্য-কণা। আইন প্রণেতাদের ঐ সংগীত শুনতে হয়, নাহলেই সেটা হয়ে যায় মেশিন বানানো। অপরাধ-শাস্তি ছাড়াও আইন মস্ত একটা আবেগের ব্যাপার, ওটা বানাতে আর প্রয়োগ করতে আংকিক ছাড়াও মানব-দরদী একটা কাব্যিক মন চাই। অপরাধ এক হলেও সব অপরাধী এক হয় না। একই অপরাধ কেউ করে অভাবে, কেউ করে স্বভাবে, খাসলতে। একই অপরাধ কেউ করে আবেগ-উত্তেজনার গরম মাথায়, কেউ করে পরিকল্পনার ঠান্ডা মাথায়। সে জন্যই বিচারকের হাত-পা খোলা থাকা চাই, শাসন-ব্যবস্থা থেকে বিচার-ব্যবস্থার স্বাধীনতা চাই। সেটা হয়নি বলেই হুদুদের আদালত হয়েছে ওজন দরে বিচার বিক্রীর দোকান। সে সংগীত শোনা যাক এবার।

লোকেরা মায়াজকে পাথর মারা শুরু করতেই ব্যথার চোটে হতভাগার বোধোদয় হল যে পবিত্র হয়ে মরার চেয়ে কিঞ্চিৎ অপবিত্র হয়ে বেঁচে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। লেজ তুলে সে দিল দৌড়। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে, লোকেরা আরও জোরে দৌড়ে মায়াজকে ধরে এনে পাথর মেরে মেরে মেরেই ফেলল। এ ঘটনা শুনে নবীজী কি বললেন? কি করলেন? মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত হল তাঁর লিখিত আইন ভাঙ্গা অলিখিত আইন:- ‘‘লোকটাকে তোমরা পালাতে দিলে না কেন?’’ - মিশকাত- ২৬ এর ১।

এই একটা বাক্যে কড়ি-মধ্যমের যে বিপ্রতীপ আছে, তা কি শারিয়া কখনো উপলব্ধি করবে? স্বভাব-অপরাধীর খাসলৎ আর ভালো মানুষের হঠাৎ পা পিছলে যাবার মধ্যে অবশ্যই বিরাট ফারাক আছে। সেটা বুঝতে হবে আইনের লোকদের। কবিগুরুর - ‘‘দন্ডিতের সাথে, দন্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে, সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার’’- কথাটার মধ্যে শারিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়তির জন্য জন্য কঠিন খবর আছে। সুদুর মধ্যযুগের মধ্যপ্রাচ্যের একটা লোকের একটা ঘটনা বিশ্ব-মুসলিমের ঘাড়ে সুপারগ্লু লাগিয়ে চিরকালের জন্য চেপে বসে আছে জগদ্দল পাথরের মত, তাই বুঝি জজ-সাহেবকে বলতে হয়, শারিয়াতে লেখা আছে, আমি কি করব?

সুরা নিসা, আয়াত ১৬:- ‘‘ তোমাদের মধ্য হইতে যেই দুইজন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাহাদের হইতে হাত গুটাইয়া নাও’’।

কোথায় পাথর, কোথায় মৃত্যুদন্ড? নেই, সারা কোরাণে কোথাও নেই। কোরান একেবারে নীরব হলেও নাহয় কথা ছিল, আইন বানাবার সুযোগ ছিল। কিন্তু কোরাণে আছে অন্য কিছু শাস্তি, আছে তওবা, আছে অনুতাপের অনুশোচনার সুযোগ। আর কি আছে? এবারে প্রত্যেকটা শব্দ ধরে ধরে পড়বেন দয়া করে। সুরা নিসা, আয়াত ২৫:- ‘‘আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিবাহ করিবার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীকে বিবাহ করিবে ..... অতঃপর যখন তাহারা বিবাহ-বন্ধনে আসিয়া যায়, তখন যদি কোন অশ্লীল কাজ করে, তবে তাহাদিগকে স্বাধীন-নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে’’। (এর পরে পরেই ক্ষমার কথাটাও আছে)।

অর্থাৎ স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার পর তার অবৈধ সম্পর্কের যে শাস্তি, তার অর্ধেক শাস্তি হবে দাসী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে। মৃত্যুদন্ডের অর্ধেক-টা আবার কি বস্তু? নাহ্, ঠোঁটের ডগায় দ্বীন-দুনিয়ার তাবৎ প্রশ্নের জবাব ধরাই আছে আমাদের পিছলামি গুরুদের। একজনকে প্রশ্নটা করায় তিনি বলেছিলেন,- অ্যামুন সহজ কথাডা বোজ্‌লা না মিয়া? পাথর মাইরা হালার পুতিরে আধা-মরা কইরা ছাইড়া দিতে হইব আর কি!

আল্লার আইন, তাই না?

বটে!

****

ছবিটা আফগানিস্থানের নির্যাতিতা বোনদের সংগঠন রাওয়া-র অনুমতিক্রমে নেয়া হল।-ফতেমোল্লা

****